তৃতীয় অধ্যায়

তান্ত্রিকতা এবং প্রাচীন বাঙ্গালার ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি

নৃতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের সিদ্ধান্ত অনুসারে দেখা যায় ভারতবর্ষে বিভিন্ন সময়ে সমগ্র মানবজাতির প্রধান শাখাগুলি আগমন করিয়া বসবাস করিয়া আসিতেছে। ভারতের "প্রাচ্য" অংশে ইহাদের নিদর্শন অদ্যাপি বিশেষভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদেরই কতিপয়ের সংমিশ্রণে বর্ত্তমান বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করিয়া থাকেন। ককেশীয়, মঙ্গোলীয়, অষ্ট্রিক ও নেগ্রিটো নামক মানব জাতির চারিশাখারই অস্তিত্ব পূর্ব্ব-ভারতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে নেগ্রিটো জাতীয় মানবের অস্তিত্ব ভারতবর্ষে প্রায় লোপ পাইয়াছে। বাঙ্গালাদেশ প্রাচ্য-ভারতের বিশেষ উল্লেখযোগ্য অংশ, সুতরাং বাঙ্গালী জাতির রক্তে নানা মানব জাতির সংমিশ্রণ ঘটা খুবই স্বাভাবিক।

ভারতের প্রথম অধিবাসী নেগ্রিটো জাতীয় বলিয়া ধার্য্য হইয়াছে। ইহাদের পর অষ্ট্রিকদিগের নাম করা যাইতে পারে। ইহারা দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার দিক হইতে "প্রাচ্য" বা পূর্ব্ব-ভারতের পথে এদেশে প্রথম আগমন করিয়াছিল। তাহার পর ভারতের উত্তর-পশ্চিম দ্বারপথে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া ককেশীয়েরা প্রবেশ করিল। ইহাদের যে শাখা ভারতে প্রথম (?) আগমন করিয়াছিল তাহারা দ্রাবিড় নামে পরিচিত। ভাষাবিদ্‌গণের নিকট ইহারা তুরাণীয় বলিয়া উল্লিখিত হয়। অপরপক্ষে সামুদ্রিক (Proto-Mediterranean), পাহাড়ী (Alpine) ও উত্তরদেশীয় (Nordic)—ককেশীয়গণের এই তিন শাখার মধ্যে দ্রাবিড়গণ "সামুদ্রিক" শাখার অন্তর্গত, ইহাও কথিত হয়। ইহাদের আগমনের পূর্ব্বে বা পরে "পাহাড়ী" শাখার অন্তর্গত বলিয়া অনুমিত পামিরীয়গণ ভারতের উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে এই দেশে প্রবেশ করে। ইহাদের পর এই দ্বারপথে "উত্তরদেশীয়" বলিয়া অনুমিত বৈদিক আর্য্যগণ ভারতে আগমন করে। বোধ হয় ইহাদেরই প্রায় সমকালে অথবা কিছু আগে মঙ্গোলীয় জাতির কোন কোন শাখা (বিশেষতঃ তিব্বত-ব্রহ্মী শাখা) উত্তর-পূর্ব্বদিক হইতে ভারতে প্রবেশ করিয়া বসতি স্থাপন করে। খৃঃ পূঃ ৪০০০ [redacted] হাজার বৎসরের মধ্যে উল্লিখিত জাতিগুলি ভারতবর্ষে, তথা বাঙ্গালাদেশে, দলে দলে

আগমন করিয়া নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়েও বিষয়টি সম্বন্ধে আলোচনা করা গিয়াছে।

উল্লিখিত মতানুসারে অষ্ট্রিকগণ দ্রাবিড়গণের নিকট পরাজিত হয়। আবার দ্রাবিড়গণ উত্তর-ভারতে প্রথমে পামিরীয় ও পরে বৈদিক আর্য্যগণের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া দক্ষিণ-ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। পামিরীয়গণ ক্রমে বাঙ্গালাদেশে প্রবেশ করিলে এই দেশের অষ্ট্রিকজাতীয় অধিবাসীগণের সহিত তাহাদের তুমুল সংঘর্ষ বাধে। ইহার ফলে অষ্ট্রিকগণ পামিরীয়গণের নিকট পরাজিত হয়। পামিরীয়গণ শুধু যে অষ্ট্রিকগণকেই পরাজিত করিয়াছিল তাহা নহে। তাহারা পূর্ব্বভারতে মঙ্গোলীয়গণকেও পরাভূত করিয়াছিল। ইহার ফলে বাঙ্গালার উত্তরাঞ্চল ও কামরূপ অষ্ট্রিক, মঙ্গোলীয় ও আল্পাইন বা পাহাড়ী জাতীয় পামিরীয়গণের যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। অবশ্য ইহা অনুমান মাত্র। এই সমস্ত যুদ্ধ ও সন্ধি, বিরোধ ও মিলনের ভিতর দিয়া সংশ্লিষ্ট জাতিগুলির মধ্যে ক্রমে ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির আদান-প্রদান ঘটে এবং একটি মিশ্র ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি গড়িয়া উঠে। বাঙ্গালায় সকলের শেষে আগত বৈদিক আর্য্যগণের দানও এই উপলক্ষে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহারাই নানাজাতি সম্ভূত বাঙ্গালী জাতি ও নানাজাতি অধ্যুষিত বাঙ্গালাদেশের মধ্য পৌরাণিক আদর্শ প্রচার করিয়া জাতীয় ঐক্য স্থাপনে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল।

বাঙ্গালী রক্তের প্রধানভাগ খুব সম্ভব অষ্ট্রিক (সম্ভবতঃ প্রাচীন নাগজাতি) ও আল্পাইন (পামিরীয়) জাতিদ্বয়ের দ্বারা গঠিত। অনেক নৃতত্ত্ববিদ এইরূপই অনুমান করিয়া থাকেন। বাঙ্গালী জাতির পূর্ব্ব-পুরুষ প্রধানতঃ মঙ্গোলো-দ্রাবিড় (Mongolo-Dravidian) এইরূপ আর একটি মত প্রচলিত আছে। তবে আমরা বর্ত্তমান বাঙ্গালী জাতিকে মূলতঃ অষ্ট্রো-আল্পাইন (Austro-Alpine) বলিবারই অধিক পক্ষপাতী, কারণ ভাষা, প্রাচীন কিম্বদন্তি, ঐতিহ্য এবং নৃতত্ত্বের দিক দিয়া এই শেষোক্ত মতটিই অধিক সমর্থন লাভ করে। অবশ্য বাঙ্গালীর রক্তে কিয়ৎপরিমাণে দ্রাবিড় ও মঙ্গোলিয় রক্তেরও সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে।

অষ্ট্রিক ও আল্পাইন জাতিদ্বয়ের ভাষা, ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি বাঙ্গালী জাতির অস্থিমজ্জায় মিশিয়া রহিয়াছে। ইহাদের প্রকৃত রূপ, প্রকৃতি ও মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিলে বাঙ্গালী জাতি সম্বন্ধে বিস্মৃত যুগের এক অধ্যায় স্পষ্টরূপে জানিতে পারা যাইত। কার্য্যটি কঠিন হইলেও বোধ হয় অসম্ভব নহে।

বাঙ্গালী জাতির সংস্কৃতির দিকে অষ্ট্রিক ও আল্পাইন জাতিদ্বয়ের মধ্যে কোন্ জাতির দানের স্বরূপ কি প্রকার এবং তাহার মূল্যই বা কতখানি তাহারও তুলনামূলক বিচার আবশ্যক। অথচ এই সম্বন্ধে আলোচনার উপযুক্ত উপাদানেরও একান্ত অভাব।

আধুনিক বাঙ্গালী জাতির মধ্যে ধর্ম্মের দিক দিয়া তান্ত্রিক প্রণালী নামক একটি প্রণালীর বহুল প্রচার দেখিতে পাওয়া যায়। এদেশে আল্পাইন গোষ্ঠীভুক্ত পামিরীয়ানগণের (Pamirians) বহুবিধ দানের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠদান এই তান্ত্রিকতা কি না তাহার অনুসন্ধান প্রয়োজন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই তান্ত্রিকতা ও প্রসঙ্গতঃ পামিরীয়ান জাতির ধর্ম্মবিশ্বাসের বৈশিষ্ট্য নিয়া কিছু আলোচনা করা যাইতেছে। এই আলোচনার ভিতরে আমার যে কল্পনা ও অনুমান মিশ্রিত আছে তাহার জন্য অবশ্য আমিই দায়ী।

বৈদিক যাগযজ্ঞের সহিত তান্ত্রিকতার কোন মূলগত সম্বন্ধ দেখা যায় না। ইহা ছাড়া পশুবলি এবং নরবলিও তান্ত্রিকতার অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়া মনে হয় না। তান্ত্রিকতা মূলে নিম্নস্তরের নানারূপ মন্ত্র ও ক্রিয়াকাণ্ডের পক্ষপাতী হইলেও ক্রমে ইহা জীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উচ্চ আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিল। উচ্চ অঙ্গের তান্ত্রিক মত মন্ত্রতন্ত্রপূর্ণ এক প্রকার রহস্যবাদ (mysticism) ও ভাবজগতের আবহাওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। গুরুর সাহায্যে দীক্ষিত হইয়া কতকগুলি রহস্য বা ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষার চর্চ্চা এই মতের অপরিহার্য্য অঙ্গ। জড়জগত ও মানবদেহের বিশেষ ব্যাখ্যার উপর এই মত যে গুরুত্ব অর্পণ করে তাহা বিস্ময়কর। ইহার ভগবৎতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব প্রভৃতি বেদ ও পুরাণের মত হইতে কতকটা বিভিন্ন। তন্ত্রের প্রচারিত, মন্ত্রের প্রভাব এবং সাধন-ভজনের বিশেষ প্রণালীও লক্ষনীয়। বহু প্রচলিত "তন্ত্র-মন্ত্র" কথাটিতেও তন্ত্র ও মন্ত্রের প্রভাব সুস্পষ্ট। তান্ত্রিকতা প্রথমে যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, ক্রমে ইহার আদর্শ উন্নত হইলে এই মত চিকিৎসা শাস্ত্র রসায়নবিদ্যা প্রভৃতির মধ্য দিয়া এদেশীয় বিজ্ঞানশাস্ত্রের উন্নতিকল্পেও যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। তান্ত্রিকতার নিম্নস্তরে তুক্‌তাক্, ডাকিনীবিদ্যা ও যাদুবিদ্যা প্রভৃতির উদ্ভব হইয়াছিল। মানুষকে মেষে পরিণত করা (অবশ্য যদি সম্ভব হয়) অথবা পঞ্চমকারের অপকৃষ্ট অনুশীলন প্রভৃতি তান্ত্রিকতার ভ্রষ্টাচার বলা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া রক্তপাতের সাহায্যে পূজা প্রচলনের ভিতর আত্মদানের মহান উদ্দেশ্য ও ব্যাখ্যা পরবর্ত্তীকালে যোজিত হইলেও প্রথমে ইহা তান্ত্রিক মতের অন্তর্গত ছিল কি না সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার

যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। তান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ডের সহিত শুধু রক্তপাত কেন, কালক্রমে ইহার সহিত যৌনব্যাপারের এক বিশেষ আদর্শ যুক্ত হইয়া তৎসংক্রান্ত বীভৎস ক্রিয়াকলাপ ইহাকে সাধারণের চক্ষে অত্যন্ত হীন করিয়া ফেলিয়াছিল। বলাবাহুল্য তান্ত্রিকতার ভিতরে কালক্রমে উচ্চ আদর্শ স্থাপিত হইলেও ইহার বহুল প্রচারের সময় নানা অবান্তর বিষয় ইহাতে প্রবেশলাভ করিয়া ইহার অবনতির কারণ হইয়াছিল।

অনুমান হয় অন্তত: খৃঃ পূঃ তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে তান্ত্রিক মত বিভিন্ন আকারে পৃথিবীর নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। খুব সম্ভব প্রাচীনকালে মিশর হইতে ভারতবর্ষ পর্যান্ত নানা দেশের নানাজাতি প্রকারভেদে তান্ত্রিকতারই অনুশীলন করিত। ইহার বহিরঙ্গের ভিতরে ক্রমে রক্তপাত ও যৌনব্যাপার প্রবেশলাভ করাতে তান্ত্রিক আচরণ বীভৎস ও ভীতিজনক হইয়া পড়িয়াছিল। প্রথমটি অপেক্ষা দ্বিতীয়টি এক শ্রেণীর ভ্রষ্টচরিত্র মানবকে বেশী আকর্ষণ করিত কি না কে বলিবে?

এখন, ভারতবর্ষে তান্ত্রিকমতের প্রসার বিচার করিতে গেলে প্রথমেই একটি প্রশ্ন মনে উদিত হয়। এই মতের প্রধান দেবতা এই দেশে কে এবং তিনি মূলে কোন জাতির দেবতা? আমরা এই দেশে যে আকারে তান্ত্রিক মত প্রাপ্ত হইয়াছি তাহার প্রধান দেবতা যে শিব তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই শিব দেবতাকে কোন জাতি প্রথমে ভারতবর্ষে আনিয়াছে তাহা অনুমান করা ছাড়া উপায় নাই। ককেশীয় জাতির আল্লাইন শাখাভুক্ত প্রাচীন পামিরীয়গণকে এই গৌরব দেওয়া যাইতে পারে কি না তাহা বিবেচনা করা যাইতে পারে। অবশ্য এই সম্বন্ধে সঠিক প্রমাণ দেওয়া কঠিন।

কাশ্মীরের উত্তরে অবস্থিত পামিরের পার্ব্বত্য অঞ্চলের প্রাচীন অধিবাসীগণ সুপ্রাচীনকালে লিঙ্গপূজক বা শিশ্নপূজক ছিল কি না তাহার অনুসন্ধান করা নিতান্ত আবশ্যক। বৈদিক সাহিত্যে শিশ্নপূজকগণ সম্বন্ধে প্রচুর নিন্দাবাদ রহিয়াছে। শিশ্ন দেবতা হিসাবে শিবকে গ্রহণ করিলে তিনি এই পামিরীয়গণেরই প্রাচীন দেবতা হওয়া বিচিত্র নহে। অবশ্য যদি তাহারা লিঙ্গপূজক বলিয়া গণ্য হয় তবেই তাহা সম্ভব। পশ্চিম ভারতের পাঞ্জাব সীমান্তে, পার্ব্বত্য অঞ্চলে, "শিবি" বা "শৈব" নামে একটি জাতির (tribe) উল্লেখ কোন কোন বিশেষজ্ঞ করিয়াছেন। পাঞ্জাবের অন্তর্গত বিতস্তা নদীর তীরেও এককালে শিবিরাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল (অভিধান, জ্ঞানেন্দ্রমোহন)। ইহা ছাড়া পশ্চিম হিমালয়ের অন্তর্গত "শিবালিক" পর্ব্বতশ্রেণী এবং

বেলুচিস্থানের উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত শিবি উপত্যকা "শিব" নামের সহিত জড়িত আছে। পামির প্রদেশের সহিত এই সব অঞ্চলের সম্বন্ধ থাকা স্বাভাবিক। পামিরের পূর্ব্বে এবং অতি সন্নিকটে অবস্থিত কৈলাস পর্ব্বতশ্রেণীর সহিত শিবদেবতার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ কাহারও অজানা নাই। এমতাবস্থায় শিশ্নদেবতা শিবের সহিত পামির ও তন্নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্যাঞ্চলের পামিরীয় নামক জাতির সম্বন্ধ স্থাপন খুব স্বাভাবিক মনে হয়। বৈদিক আর্য্যগণের সহিত পামিরীয়জাতির সংঘর্ষের এক অধ্যায় দক্ষ-যজ্ঞের কাহিনীতে সূচিত হইতেছে কি না কে বলিবে? এই শিশ্নদেবতা শিব কালক্রমে বৈদিক শিব বা রুদ্র দেবতার সহিত অভিন্ন কল্পিত হইয়াছেন এবং পুরাণের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন। বাঙ্গালায় প্রাচীনকাল হইতে এই শিবদেবতার মধ্যে নানা বৈশিষ্ট্য প্রবিষ্ট হওয়াতে এই দেবতা প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন। বাঙ্গালা "শিবায়নে"র কৃষি-দেবতা শিব এবং মঙ্গলকাব্যের শিবকে এই উপলক্ষে আমাদের মনে পড়ে।

পুং ও স্ত্রীচিহ্নের দিক দিয়া শিশ্নপূজকগণের দুইটি উপবিভাগ কল্পনা করা যাইতে পারে। উভয় চিহ্নের প্রতীককেই ইহারা পূজা করিলেও ইহাদের একটি মুখ্য ও অপরটি গৌণ হিসাবে গণ্য ছিল বলিয়া মনে হয়। উভয় চিহ্নই সৃষ্টিকার্য্যে প্রয়োজন, সুতরাং শিশ্নপূজক মাত্রেই যুগ্ম-চিহ্নের উপাসক হইবে ইহা খুবই স্বাভাবিক। শিবলিঙ্গপূজার "গৌরীপট্ট" ইহার অন্যতম দৃষ্টান্তস্থল।

যদি পামিরীয়গণ শিশ্নপূজক হইয়া থাকে তবে ইহাদের দেবতা শিব এবং তিনি পুংশিশ্নদেবতা। এই দেবতার সহিত সংযুক্ত স্ত্রীদেবতা বা শক্তি—দুর্গা, উমা বা গৌরী নামে পরিচিতা এবং গৌণদেবতা। স্ত্রীচিহ্নের দিকে শক্তি বা মাতৃকাদেবীকে মুখ্য করিয়া যে সব শিশ্নপূজক পূজা করিত মঙ্গোলীয় (তিব্বত-ব্রহ্মী) জাতিগুলির মধ্যে তাহাদের অস্তিত্বের অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। ইহার কারণ পূর্ব্ব-ভারতে স্ত্রীদেবতার উপাসক তিব্বত-ব্রহ্মী জাতির মধ্যে এখনও পাওয়া যায় এবং ঋষি বশিষ্টের মহাচীন হইতে "তারা" মন্ত্র আনয়নের কাহিনী এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করে। অবশ্য মাতৃকাপূজা মঙ্গোলীয় জাতির মধ্যেই শুধু নিবদ্ধ নাই। উদাহরণ স্বরূপ মুণ্ডারি ও অন্যান্য গোষ্ঠির অষ্ট্রিক জাতিসমূহের নামও করা যাইতে পারে। তান্ত্রিকতার ন্যায় শিশ্নপূজাও কোন সময়ে পৃথিবীর বহুস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সমাজ হিসাবে বোধ হয় অনেক মাতৃতান্ত্রিক (Matriarchal) জাতিই শক্তিপূজা

উপলক্ষে স্ত্রীশিশ্নপূজক হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং মঙ্গোলীয় জাতির তিব্বত-ব্রহ্মী শাখাও ইহা হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই, নানা কারণে ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

তান্ত্রিক হইলেই শিশ্নপূজক হয় না, আবার শিশ্নপূজক হইলেই তান্ত্রিক হয় না। তবে কতকগুলি শিশ্ন-পূজক জাতি নিশ্চয়ই তান্ত্রিক ছিল এবং সেই জন্যই আমরা শিশ্ন-পূজক তথা শিবলিঙ্গোপাসকগণের মধ্যে তন্ত্রের মতবাদ প্রচারের ইতিহাস পাইতেছি। শিবদেবতা এদেশের তন্ত্রের প্রধান দেবতা, অথচ তিনি আবার শিশ্নদেবতা এবং সম্ভবতঃ পামিরীয় জাতিও শিবোপাসক। শিবদেবতার সহিত পাহাড়-পর্ব্বতের যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহাতে এই দেবতার আল্পাইন বা পাহাড়ী গোষ্ঠীভুক্ত পামির নামক পার্ব্বত্য অঞ্চলের অধিবাসিগণের দেবতা হওয়াই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

পামিরীয়ান দেবতা শিবের সহিত যে শক্তিদেবী সংযুক্ত আছেন তাঁহার মধ্যে প্রচুর মঙ্গোলীয় প্রভাব পড়িবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। হিমালয় পর্ব্বত ও কৈলাস পর্ব্বতের সহিত যে সমস্ত কিম্বদন্তি এই দুই দেবতাকে লইয়া রচিত হইয়াছে এবং হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে তাহা এই মতেরই সমর্থন করে। এই দেশে লিঙ্গপূজকগণের মধ্যে হস্তপদসমন্বিত সম্পূর্ণ দেবমূর্ত্তির পূজা বিশেষরূপে প্রচলিত হইতে কত সময় লাগিয়াছিল তাহা অনুমান করা কঠিন। তবে উহা বৈদিকযুগের পরবর্ত্তী হওয়াই সম্ভব, কারণ এই সময়েই তান্ত্রিক, বৌদ্ধ ও বৈদিক নানা দেবতা পুরাণের সাহায্যে নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছিলেন। খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় কি তৃতীয় শতাব্দীতে এই দেশে মূর্ত্তিপূজার প্রথম প্রচলন হইয়াছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন।

পুংশিশ্নপূজকগণের মধ্যে সকলেরই যে প্রধান দেবতা "শিব" ছিলেন এরূপ মনে করিবার কোন হেতু নাই এবং পামিরীয়ানগণই যে একমাত্র শিশ্নপূজকজাতি তাহাও নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই শিশ্ন-পূজা তান্ত্রিকমতের ন্যায় পৃথিবীর বহুস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। প্রাচীন মিশরে শিব-দুর্গার স্থলে অসিরিস (Osiris) ও আইসিস (Isis) নামক দেব-দেবীর পূজা প্রচলিত ছিল। প্রাচীন সেমিটিক, গ্রীক ও ল্যাটিন জাতিগুলি বিভিন্ন নামে হয়ত একই দেব-দেবীর পূজা করিত। অন্ততঃ শিব-দুর্গার সহিত এই সব দেব-দেবীর যে বিস্ময়কর সাদৃশ্য ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষে শিব-দুর্গা, উমা-মহেশ্বর বা হর-গৌরীর পূজোপলক্ষে তান্ত্রিকতা ও পুং-স্ত্রী উভয় শিশ্নের পূজার মধ্যে অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধিত হইয়াছে।

প্রথমে এই দেশে পামিরীয়ানগণ-প্রচলিত পুংশিশ্নদেবতা শিবঠাকুর যথেষ্ট সমাদর লাভ করিলেও পরবর্ত্তীকালে (বোধ হয় মঙ্গোলিয় প্রভাব বশতঃ) পূর্ব্ব-ভারতে বা প্রাচ্যে তথা বঙ্গদেশে শিব অপেক্ষা শক্তিই অধিক প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন এবং মূর্ত্তিপূজার ভিতর দিয়া ইহা প্রচারিত হইয়াছিল। শিশ্নপূজকগণ পুং-স্ত্রী উভয়দেবতার পূজা করিলেও দেখা যায়, পুংদেবতার প্রতি পামিরীয়ানগণের যতটা আকর্ষণ ছিল স্ত্রীদেবতার প্রতি আবার মঙ্গোলীয়গণের ততটা আকর্ষণ ছিল। পামিরীয়ানগণ এই হিসাবে শিবঠাকুরের পরমভক্ত হইলেও দেখা যায় পূর্ব্ব-ভারতে বা প্রাচ্যে মঙ্গোলীয় প্রভাবের দরুণ ক্রমে স্ত্রীদেবতা, শক্তি বা মাতৃকাদেবীকে তাহারা অধিক সমাদর করিতে আরম্ভ করিল। পামিরীয়গণ একদিকে যেমন মন্ত্র, গুরুবাদ ও রহস্যবাদ (mysticism) সম্বলিত তান্ত্রিকতার পক্ষপাতী ছিল অন্যদিকে তাহারা শিশ্নপূজকও ছিল। ইহা ইতঃপূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। মঙ্গোলিয় সংশ্রবের ফলে পামিরিয়গণের ভিতরে যেমন শক্তিপূজা প্রসারলাভ করিয়াছিল তেমনই ইহার আনুসঙ্গিক পূজায় বলিদান প্রথাও প্রচলিত হইয়াছিল। এইরূপ অনুমান কতদূর সত্য তাহা সঠিক বলা যায় না। তবে জীবহত্যাদ্বারা দেবতার পূজা নিষ্পন্ন করিবার প্রথা নানাধর্ম্মের লোকের মধ্যে শক্তিপূজকগণের ভিতরেই বিশেষভাবে প্রচলিত দেখা যায়। শিবপূজায় রক্তপাত করিয়া পূজার ব্যবস্থা আছে কি না জানি না। এরূপ প্রথা কোথায়ও থাকিলে (যথা হাণ্টার সাহেব-বর্ণিত বীরভূম ও সাঁওতাল পরগণা অঞ্চলে) তাহা শক্তিপূজার প্রভাবের ফল বলা যায় কি না তাহা দেখা আবশ্যক। ভারতবর্ষে এবং বিশেষ করিয়া বঙ্গদেশে কালীপূজা, দুর্গাপূজা ও মনসাপূজা প্রভৃতিতে জীবহত্যা করিয়া পূজা দিবার রীতি লক্ষ্য করিবার বিষয়। অবশ্য পূজায় 'বলিদান' শক্তি-পূজকগণেরই একমাত্র অধিকার নহে। পৃথিবীতে অনেক জাতি প্রাচীনকাল হইতেই শক্তিপূজক না হইয়াও ধর্ম্মকার্য্যে জীবহত্যা করিয়া আসিতেছে। উদাহরণস্বরূপ বেদ, বাইবেল প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ এবং প্রাচীন মিশর, ব্যাবিলন, গ্রীস, রোম, ইংলণ্ড, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের নাম করা যাইতে পারে। ককেশীয়, মঙ্গোলীয়, অষ্ট্রিক ও নেগ্রিটো সব জাতির মধ্যেই পশুবলিদান প্রথার তো কথাই নাই নরবলিদানের প্রথারও প্রচুর সন্ধান পাওয়া যায়।

পূজায় বলিদান প্রথা ও রক্তপাতের ব্যাপারে ধর্ম্মগত কারণের অন্তরালে জাতিগত ও সংস্কৃতিগত কারণ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে বলিলে অন্যায় হয় না। প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক কারণও ইহার সাহায্য করিয়াছে। ইহার দার্শনিক

মতবাদ বিষয়টিকে সুষ্ঠু ও সংস্কৃত আকারে দেখাইবার প্রচেষ্টামাত্র। যাহা হউক উল্লিখিত নানাকারণে তিব্বত-ব্রহ্মী (মঙ্গোলীয়) এবং মুণ্ডারীজাতীয় (অষ্ট্রিক) সমাজে বলিদান প্রথার বহুল প্রচলন থাকিবারই কথা। এই হেতুতেই আসাম ও উত্তর-ব্রহ্মের প্রাচীন শক্তিপূজক তিব্বত-ব্রহ্মীদিগের ভিতরে (যথা আহোম, চীন প্রভৃতি জাতির) শক্তিপূজায় রক্তপাত করিয়া পূজা দিবার এত আগ্রহ। আসামের আহোমরাজগণ কালক্রমে শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম্মেরও যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষক হইয়া পড়িয়াছিলেন।

পামিরীয়গণ ককেশীয়দিগের "পাহাড়ী" গোষ্ঠীভুক্ত হইলেও সম্ভবতঃ মঙ্গোলীয় (তিব্বত-ব্রহ্মী) অথবা অষ্ট্রিকগণ (প্রাচীন নাগজাতি?) অপেক্ষা উন্নততর সভ্যতার অধিকারী ছিল। ইহা ছাড়া পামিরীয়গণ বোধ হয় প্রথমে তান্ত্রিক, পরে শৈব এবং মঙ্গোলীয়গণ প্রথমে শাক্ত, পরে তান্ত্রিক। আর একটি কথা এই যে শিবদেবতাকে পামিরীয়গণ জন্ম ও মৃত্যুসম্বন্ধে জন্মের দেবতা হিসাবেই অধিক দেখিয়া থাকিবে, আর মঙ্গোলীয়জাতি শক্তিদেবীকে মৃত্যুর প্রতিক হিসাবে অধিক গ্রহণ করিয়া থাকিবে। বোধ হয় ইহার ফলেই শক্তিপূজায় বলিদানের এত বাহুল্য দেখা যায়।

প্রাচীন বাঙ্গালার ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অনুমান হয় পামিরীয়ান শৈব তান্ত্রিকগণ তিব্বতব্রহ্মীগণের শক্তিপূজা গ্রহণ করে এবং তিব্বত-ব্রহ্মী জাতীয় মঙ্গোলীয়গণ পামিরীয়গণের তান্ত্রিকতা গ্রহণ করে। এই দুই জাতির পূর্ব্ব-ভারতে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সংশ্রবের ফলে পরস্পরের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতিগত মতের বিনিময় হয়। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্তর্গত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের "মঙ্গল" কথাটির মাধবাচার্য্য নামক এক কবি তাঁহার চণ্ডীমঙ্গলে "মঙ্গল দৈত্য" এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহাতে যেন শক্তিপূজায় মঙ্গোলীয় সংশ্রবের ছায়াপাত হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি পামিরীয়ান দেবতা শিবঠাকুরের শক্তি উমা বা দুর্গার উপর প্রচুর মঙ্গোলীয় প্রভাব পতিত হওয়া সম্ভব। হিমালয় অঞ্চলের কিম্বদন্তিগুলি যেন সেই অনুমানেরই সমর্থন করে। দুর্গার ন্যায় অপর শক্তিদেবী মনসাকে (সর্পদেবী) আবার পামিরীয়, মঙ্গোলীয় এবং অষ্ট্রিক সভ্যতার আদান প্রদানের মধ্য দিয়া আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রাচীন সংস্কৃত ও পালীর জাতক গ্রন্থাদিতে যে "নাগ"জাতির কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহারা বোধ হয় সর্প-উপাসক এবং অষ্ট্রিক জাতীয় ছিল। নাগজাতির কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই দেবী বাঙ্গালা দেশে শিবকন্যা (পৌরাণিক মতে কশ্যপকন্যা) মনসারূপ পরিগ্রহ করেন। ক্রমে দ্রাবিড় ও বৈদিক আর্য্য সভ্যতার ভিতরও এই

দেবীর প্রভাব অল্প পতিত হয় নাই। শিবপূজকগণের সহিত সর্পপূজকগণের সম্বন্ধ অনুমান করা যাইতে পারে। সর্পিনী এককালে বহুডিম্ব প্রসব করে এবং সর্পবিষ বহু মানবের মৃত্যুর কারণ। সম্ভবতঃ এই উভয় কারণ বশতঃ সর্প শিবলিঙ্গপূজকগণের নিকট জন্ম ও মৃত্যু এই উভয়েরই যোগ্য প্রতীক হিসাবে গণ্য হইয়া শিবের গলায় শোভা পাইতেছে। শিব সর্পবিষও পান করিয়াছেন বলিয়া কথিত হন। হয়ত পামিরীয়ানগণের বাঙ্গালায় প্রবেশের পূর্ব্বে পামিরীয়ান ও অষ্ট্রিকগণের সংস্কৃতির আংশিক মিলন ইহাদ্বারা সূচিত হইতেছে। নানা কারণ পরম্পরা সর্পসহ সর্পদেবী মনসাও শিবদেবতার নৈকট্য লাভ করিয়াছেন। অষ্ট্রিক সর্পদেবতার স্ত্রীরূপ (মনসাদেবী) পরিকল্পনা মঙ্গোলীয় প্রভাবের ফলে হওয়ার দিকে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইঙ্গিত উপেক্ষনীয় নহে। ইহা বাঙ্গালাদেশে পামিরীয়, অষ্ট্রিক ও মঙ্গোলীয় সংস্কৃতির যুক্ত প্রতীক হইতে পারে। অবশ্য যাঁহারা প্রাচীন নাগ জাতিকে দ্রাবিড় বলেন এবং মনসাদেবীকে মূলে দ্রাবিড় জাতির দেবী বলেন আমরা তাঁহাদের মত সমর্থন করি না, কারণ ইতিহাস ও সাহিত্য তাহা সমর্থন করে না।

এইভাবে নানা জাতি, নানা রুচি, নানা প্রথা ও নানা ধর্ম্মের অপূর্ব্ব সমন্বয়ে বা সংমিশ্রণে বর্ত্তমান বাঙ্গালী জাতি এবং তাহাদের উন্নত সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। এই উপলক্ষে পামিরীয় জাতির দানের কথা বর্ত্তমান প্রবন্ধে বিশেষভাবে আলোচিত হইল। কতদিনে এই সংগঠনকার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে তাহা বলা কঠিন হইলেও অনুমান করা যাইতে পারে। সময়ের দিক দিয়া ধর্ম্মগুলির মধ্যে তান্ত্রিক ধর্ম্ম বোধ হয় বৈদিক ধর্ম্মেরও পূর্ব্ববর্ত্তী। তান্ত্রিকতা শুধু যে হিন্দু ধর্ম্মকে প্রভাবিত করিয়াছিল এরূপ নহে। ইহা বৌদ্ধ-ধর্ম্মকেও প্রভাবিত করিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধ ধর্ম্ম বৃহত্তর হিন্দু ধর্ম্মেরই এক শাখা এবং কালক্রমে পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম্ম ও মহাযানী বৌদ্ধ ধর্ম্ম উভয় ধর্ম্মই তান্ত্রিক ধর্ম্মমত ও ইহার দার্শনিক তত্ত্ব গ্রহণ করিয়াছিল।

বৈদিক আর্য্যগণের ভারতে প্রবেশের সময় নিয়া মতভেদ থাকিলেও ইহা অন্ততঃ খৃঃ পূঃ ২৫০০ হাজার বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। পামিরীয়গণের ভারতে আগমন তাহার পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। তান্ত্রিকতা তাহাদের ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য হইলে ইহার প্রচলনের কাল বৈদিক-পূর্ব্ব সময়ে দেখিতে হইবে। বৌদ্ধ ধর্ম্মের অভ্যুদয় খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে হইয়াছিল এবং পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম্মের প্রচলনকাল গুপ্তযুগে অর্থাৎ ৪০০-৫০০ খৃঃ বলিয়া ধার্য্য হইয়াছে। অবশ্য কোন কোন পুরাণ এই সময়ের অনেক পূর্ব্বেই লিখিত

হইয়াছিল। খৃঃ অষ্টম শতাব্দীতে তান্ত্রিক ও পৌরাণিক ধর্ম্মের সংস্কার সাধিত হয় এবং মহাযানী বৌদ্ধ ধর্ম্মে তান্ত্রিক মত প্রবেশ করিয়া তিব্বত দেশে ইহা গৃহীত হয়।

ভারতবর্ষ ও ইহার অন্তর্গত বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত ধর্ম্মমতগুলির পরস্পরের মধ্যে যে সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহা নিয়ে তিনটি তালিকার সাহায্যে দেখাইবার চেষ্টা করা গেল। অবশ্য ইহাতে ভুল ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। তবুও যথাসাধ্য চেষ্টা করা গেল। আশা করি ধর্ম্মগুলির মোটামুটি পরিচয় ও সম্বন্ধ ইহা হইতে কতকটা বোঝা যাইবে।

(১) প্রকৃতিপূজা (প্রধানতঃ)
(ককেশীয়)

তান্ত্রিক
(ও শিশ্নপূজক)
আল্পাইন পামিরীয় ও কিছু মঙ্গোলীয়

বৈদিক
আর্য্য

আসুরিক
বা অবৈদিক অন্যান্য ধর্ম্ম
(অষ্ট্রিক, দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয়)

প্রাচীন হিন্দুধর্ম্ম (বা সনাতন ধর্ম্ম)
(উপনিষদ, তন্ত্র ও নানা ধর্ম্মের চিন্তাযুক্ত)

বৌদ্ধধর্ম্ম
- হীনযান
- মহাযান
  - (ক) পুরাণ-প্রভাবান্বিত
  - (খ) তন্ত্র-প্রভাবান্বিত
  - (প্রধানতঃ তিব্বতে)

জৈনধর্ম্ম
- দিগম্বর
- শ্বেতাম্বর

পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম
(পুরাণ ও তন্ত্রমিশ্রিত)
- সৌর (পুরাণপ্রধান)
- গাণপত্য (পুরাণপ্রধান)
- শৈব (তন্ত্রপ্রধান)
- শাক্ত (তন্ত্রপ্রধান)
- বৈষ্ণব (তন্ত্রপ্রধান)
- নাথ ও অন্যান্য ধর্ম্ম (তন্ত্রপ্রধান)

অন্যান্য ধর্ম্ম

তন্ত্রপ্রধান
(ক) বিশেষতঃ বাঙ্গালাদেশে।
(খ) এই ধর্ম্মগুলিরও নানা শাখা-প্রশাখা আছে।

(২) **তান্ত্রিকধর্ম্ম**

- সাধারণ
- অংশতঃ সংমিশ্রিত (অন্যান্য ধর্ম্মের সহিত)
  - মহাযানী বৌদ্ধধর্ম্ম
  - বৈষ্ণবধর্ম্ম
  - নাগধর্ম্ম
  - শিশ্নপূজা
    - শৈবধর্ম্ম
    - শাক্তধর্ম্ম
  - অন্যান্য ধর্ম্ম

(৩) **অলৌকিক শক্তি-বিশ্বাসী ধর্ম্ম**
(সুপ্রাচীন ভারতীয় ধর্ম্মসমূহ)

- বৌদ্ধধর্ম্ম (অংশতঃ মিশ্রিত)
- তান্ত্রিকধর্ম্ম (অংশতঃ মিশ্রিত)
- শিশ্নপূজা (অংশতঃ তান্ত্রিক)
- বৈদিকধর্ম্ম
  - পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম (নানাধর্ম্ম সংমিশ্রিত অথবা প্রভাবান্বিত)
- মাতৃকাপূজা
- অন্যান্য ধর্ম্ম (যথা প্রকৃতিপূজা, জীবজন্তুপূজা, পিতৃপুরুষেরপূজা, ভূতপ্রেতপূজা ইত্যাদি)

আমার বর্ত্তমান প্রবন্ধের অনুমান ও সিদ্ধান্তের ভিতরে নানারূপ ভ্রমপ্রমাদ থাকিবার সম্ভাবনা খুবই স্বাভাবিক। তথাপি, ইহা বিষয়টির গুরুত্ব ও পথনির্দ্দেশে সাহায্য করিলেই আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। আমার মতের মোটামুটি সমর্থনে নিম্নে কতিপয় পুস্তক ও প্রবন্ধের একটি তালিকা প্রদত্ত হইল। অবশ্য বিষয়গুলি সম্বন্ধে কৃতবিদ্য পণ্ডিতমণ্ডলীর মতামতসম্বলিত বহু লেখা রহিয়াছে, তন্মধ্যে যে সামান্য কয়েকটির নাম দিলাম আশা করি উপস্থিত ক্ষেত্রে তাহাই যথেষ্ট বিবেচিত হইবে।

গ্রন্থ ও প্রবন্ধ-তালিকা।

(তান্ত্রিকতা, শৈবধর্ম্ম, শক্তিপূজা, সর্পপূজা প্রভৃতি সম্বন্ধে)

১। Serpent & Siva worship & Mythology, in Central America, Africa & Asia—by Hyde Clarke
২। বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক সাধনায় জীবনের আদর্শ—(১৯শ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনী)—গোপীনাথ কবিরাজ
৩। Notes in J. A. S. A., 1897 & 1908—by Pargiter
৪। Peoples of India—Risley

৫। Indo-Aryan Races—R. Chanda

৬। Alpine Strain in the Bengali people—(Nature, Feb. 22, 1917)—R. Chanda

৭। An article in J. R. A. S., 1912, pp. 467—468

৮। The Races of Man—(P. 27, 1924)—A. C. Haddon

৯। Siva—Ṛgveda (7th Mandala, 187)

১০। Political History of India, 4th ed. (Re. the tribe Siboi of the Punjab) H. C. Roy Choudhury.
Also Do (Re. the river Gauri & the tribe "Guraeans" referred to by the Greeks)—H. C. Roy Choudhury.

১১। Development of Hindu Iconography, Chap. IV, PP. 124-141—(Re. Siva & Uma Cults in Ancient India, with ref. also to both in Indo-Greek & foreign coins) —J. N. Banerjee

১২। Carmichael Lectures, 1921 (1st. Chapter)—
D. R. Bhandarkar.

১৩। প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের সমাজবিজ্ঞান শাখার সভাপতির অভিভাষণ—(২৯শে ডিসেম্বর, সন ১৯৩৮)—
শরৎচন্দ্র রায় (সভাপতি)

১৪। Tree & Serpent worship—Fergusson (Encyclo. of Religion & Ethics)

১৫। Encyclo. Britannica (for Serpent worship)

১৬। "তন্ত্র" শব্দ—বিশ্বকোষ

১৭। ১৯শ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ইতিহাস শাখার সভাপতির অভিভাষণ—(সভাপতি) শরৎকুমার রায়

১৮। Pre-Aryan & Pre-Dravidian in India—Sylvain Levi, Jean Pryzluski & Jules Bloch—Translated into English(P. C. Bagchi.)

১৯। Pre-Historic, Ancient & Hindu India—R. D. Banerjee

২০। Oxford History of India—V. Smith (Ancient Period)

২১। The Terror of the Leopard (Re. Lycanthropy)—Juba Kennerley

২২। Juju & Justice in Nigeria—Frank Hives

২৩। Cult of the Leopard (The Wide World Magazine, February, 1943)—Page Cord

২৪। Egypt—Breasted

২৫। History of the Near East—Hall

২৬। উল্লেখযোগ্য তন্ত্রসমূহ (বৌদ্ধ ও হিন্দু)

২৭। উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধ পালি জাতকসমূহ

২৮। উল্লেখযোগ্য সংস্কৃত পুরাণসমূহ

২৯। Vestige of a Vanished Empire (for Siva cult)—Gartsang (an article in "The Wonders of the Past" series)

৩০। Annals of Rural Bengal—W. W. Hunter

৩১। History of the Assam Rifles—Col. L. W. Shakespear (for information about various Assam tribes & Serpent worship)

৩২। Some recent researches into the origin of the Siva-worship and festival—Saratchandra Mitra (The Hindusthan Review, Allahabad, May-June, 1918, P. P. 386 390.